ভ. সুতেয়েভ

নানা চাকা

ভ. সুতেয়েভ

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

নানা চাকা

শোনো শোনো, একটা গাছের গুঁড়ির ওপর ছোট্ট একটা বাড়ীতে থাকতো মাছি, ব্যাঙ, সজারু আর হলদে ঝুঁটি মোরগটি।

একদিন ব্যাঙ আর সজারু আর মোরগ বেড়াতে গেলো বনের মধ্যে ফুল, ব্যাঙের ছাতা, কাঠ-কুটো ও ফলের জন্য, আর শোনো, মাছিটা উড়ে গেলো তাদের ওপর দিয়ে।

বনের মধ্যে তারা পৌঁছুল এক ফাঁকা জায়গায় আর সেইখানে তারা দেখলো একটা মজার ছোট্ট গাড়ী। গাড়ীতে কেউ ছিলো না, আর তার চাকাগুলোও বেখাপ্পা। সবগুলো তারা অন্যরকমের।

প্রথমটা ভারি ছোট্ট, পরেরটা একটু বড়, তৃতীয়টা মাঝারি ধরনের আর চতুর্থটা বিরাট।

নিশ্চয়ই অনেক অনেক দিন ধরে গাড়ীটা সেই ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো, কারণ তার তলায় গজাচ্ছিলো ব্যাঙের ছাতা।

আর শোনো, মাছি, ব্যাঙ, সজারু আর মোরগটা যখন অবাক হয়ে সেটা দেখছিলো, খরগোশছানাটাও তখন ঝোপের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে গাড়ীটাকে দেখতে লাগলো। তারপর হাসতে লাগলো।

'ঐ গাড়ীটা তোমার বুঝি?' তারা তাকে জিগগেস করলো।

'না, না, এটাতো ভালুকের গাড়ী। এটা তৈরী করবার জন্যে সে খেটেছিলো আর খেটেছিলো, কিন্তু শেষ করতে পারেনি। ঐ দেখ ওটা রয়েছে।'

সজারু বললো, 'এটাকে আমরা বাড়ী নিয়ে যাই, হয়তো কাজে লাগবে।'

আর শোনো, মাছি, ব্যাঙ আর মোরগটা বললো: 'তাই নিয়ে যাওয়া যাক!'

তারপর সবাই মিলে গাড়ীটাকে তারা ঠেলতে লাগলো, কিন্তু গাড়ীটা আর নড়ে না। তার সব চাকাগুলো বেখাপ্পা।

তারা ঠেলতে লাগলো আর ঠেলতে লাগলো, কিন্তু কোনো ফলই হলো না। গাড়ীটা শুধু একপাশে কাৎ হয়ে পড়লো। পথটা ছিল গর্তে-ভরা আর উঁচু-নীচু।

আর তাই না দেখে খরগোশছানাটা হাসতে-হাসতে তার পেট প্রায় ফাটিয়ে ফেললো।

'এ-রকম বাজে গাড়ী কে চায়?'

আর শোনো, মাছি, ব্যাঙ, সজারু আর মোরগটা ঠেলতে-ঠেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো কিন্তু গাড়ীটা ফেলে যেতে তারা চাইলো না। হয়তো সেটা কাজে লাগবে।
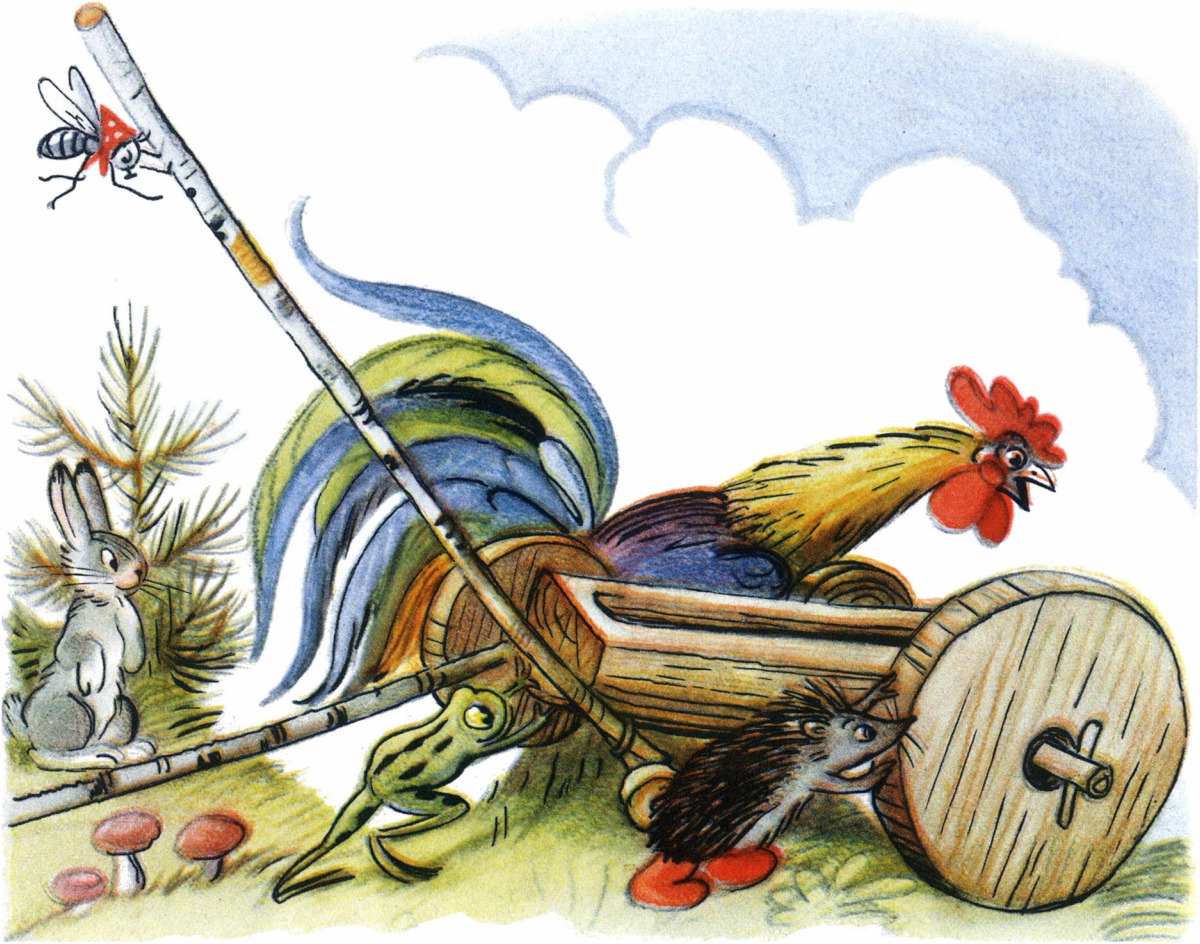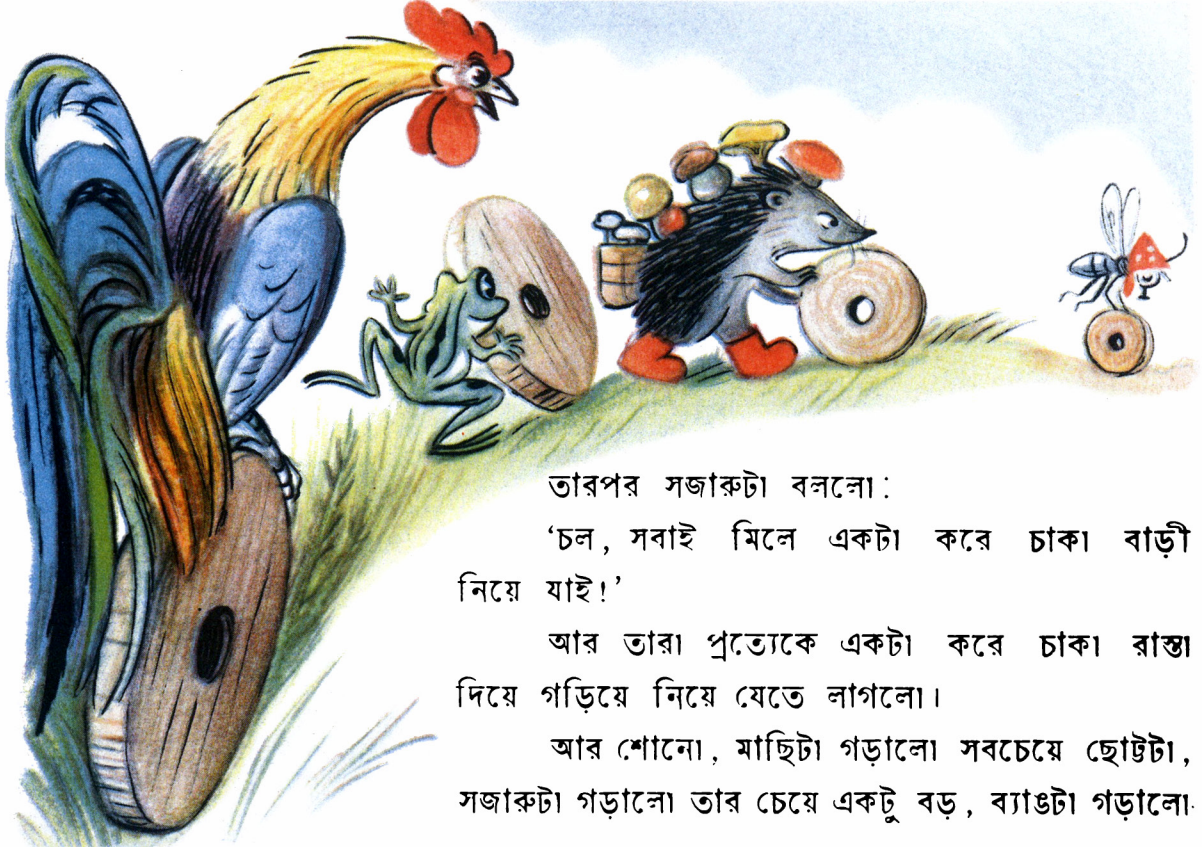
তারপর সজারুটা বললো :

'চল, সবাই মিলে একটা করে চাকা বাড়ী নিয়ে যাই!'

আর তারা প্রত্যেকে একটা করে চাকা রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো।

আর শোনো, মাছিটা গড়ালো সবচেয়ে ছোট্টটা, সজারুটা গড়ালো তার চেয়ে একটু বড়, ব্যাঙটা গড়ালো মাঝারি ধরনের আর মোরগটা সবচেয়ে বড় চাকাটার ওপর বসে ডানা নাড়াতে-নাড়াতে গড়িয়ে সেটাকে বাড়ীতে নিয়ে এলো আর ডাকতে লাগলো : 'কোঁকর-কোঁ-কোঁ!'

তাদের দিকে তাকিয়ে খরগোশছানাটা হাসতে লাগলো।

'মজার লোক সব! বেখাপ্পা চাকাগুলো গড়িয়ে ওরা বাড়ীতে নিয়ে যায়!'

তারপর সে ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে চলে গেলো।

তারপর শোনো, মাছি, ব্যাঙ, সজারু আর মোরগটা যখন বেখাপ্পা চাকাগুলো নিয়ে বাড়ীতে পোঁছুলো, তারা ভাবতে বসলো কী করে সেগুলোকে কাজে লাগানো যায়।

মাছিটা বললো, 'আমি জানি', আর সে সবচেয়ে ছোট্ট চাকাটা নিয়ে বানালো একটা তকলি।
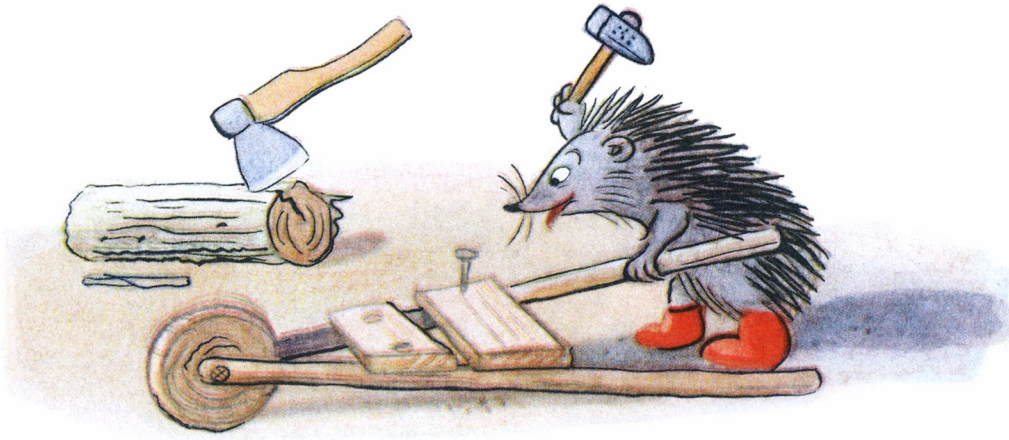
সজারুটা তার চাকায় দুটো কাঠি গাঁথলো আর সেটা হয়ে গেলো একটা ঠেলা গাড়ী।

ব্যাঙটা বললো, 'আমার মাথাতেও একটা মতলব এসেছে', সে মাঝারি চাকাটাকে পাতকূয়োর চাকাতে লাগালো যাতে আরো সহজে বালতিটা টেনে তোলা যায়।
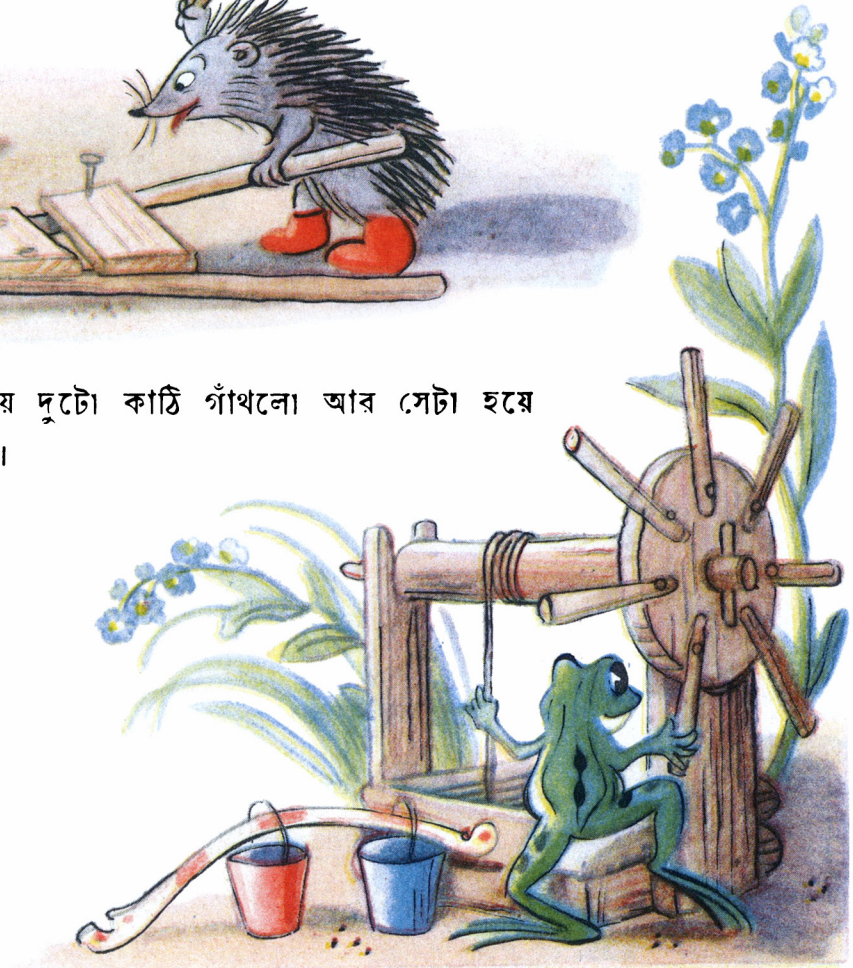
মোরগ কিন্তু সবচেয়ে বড় চাকাটাকে স্রোতের মধ্যে রেখে বানালো একটা জল-কল।

এই ভাবে সবচাকাগুলো লাগলো কাজে। শোনো, মাছি তার তকলি থেকে সূতো কাটতে লাগলো। ব্যাঙ বাগানে জল দেবার জন্যে কূয়ো থেকে জল তুলতে লাগলো, সজারু তার ঠেলায় করে জঙ্গল থেকে আনতে লাগলো ব্যাঙের ছাতা, ফল আর কাঠ-কুটো।

আর মোরগ ময়দা পিষতে লাগলো তার কলে।

একদিন মাছি, ব্যাঙ, সজারু আর মোরগ কেমন আছে দেখবার জন্যে খরগোশছানাটা এলো।

তারা তাকে দেখে খুব খুসী হলো। শোনো, মাছি তার জন্যে এক জোড়া গরম দস্তানা বুনে দিলো। ব্যাঙ তার বাগান থেকে খুঁড়ে গাজর আনলো, সজারু ব্যাঙের ছাতা আর ফল তুলে আনলো আর মোরগ আনলো রুটি আর পিঠে।

হেসেছিলো বলে খরগোশছানার লজ্জা করতে লাগলো।

'কিছু মনে করো না ভাইরা', সে বললো। 'এখন দেখছি বেখাপ্পা চাকাগুলোও কাজে লাগে, লোকে যদি জানে কী ভাবে তাদের ব্যবহার করতে হয়।'
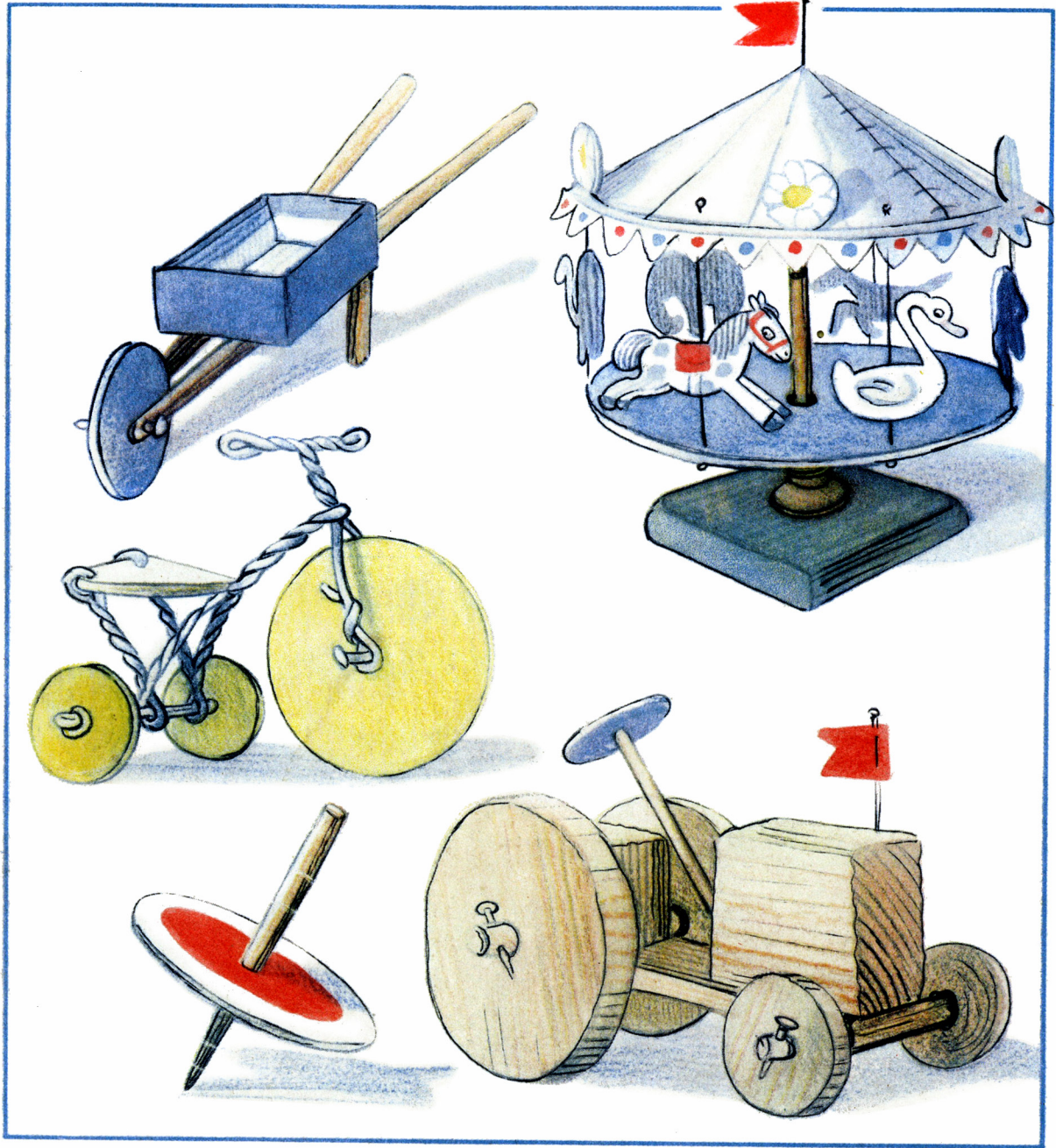
এই যে খেলনাগুলো দেখছো তাতে নানা চাকা রয়েছে।

আর নানা চাকা দিয়ে কত খেলনাই না করা যায়! এসো পিজবোর্ড, পাতলা কাঠ, কাটিম আর বোতাম দিয়ে আমরা ঐ খেলনাগুলোর চাকা বানাই।

নৌকা
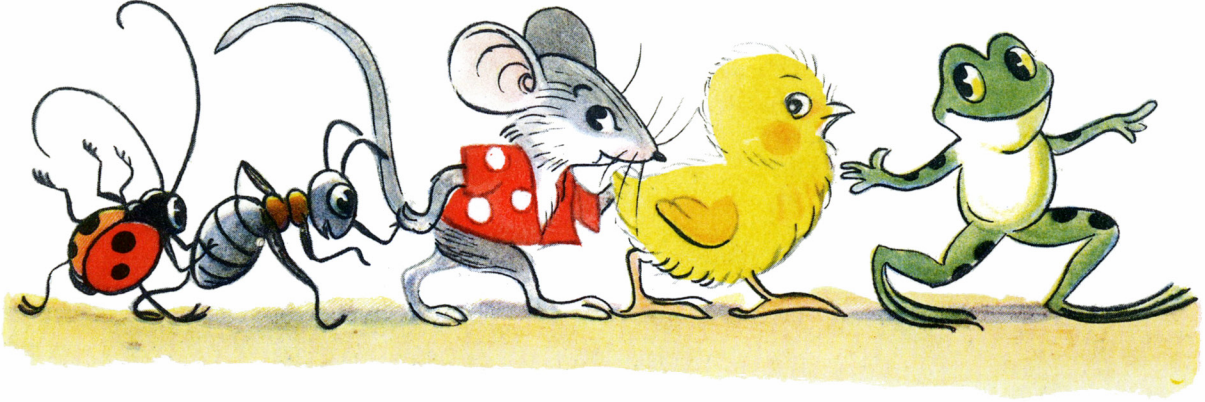
একটা ব্যাঙ, একটা মুরগীছানা, একটা ইঁদুর, একটা পিঁপড়ে আর একটা গুবরে পোকা একদিন বেড়াতে বেরিয়েছিলো।

অল্প সময়ের মধ্যেই তারা পৌঁছুলো এক নদীর ধারে।

'চান করা যাক', বলে ব্যাঙটা জলের মধ্যে ঝাঁপ দিলো।

মুরগীছানা, ইঁদুর, পিঁপড়ে আর গুবরে পোকাটা চেঁচিয়ে উঠলো, 'কিন্তু আমরা তো সাঁতার দিতে জানি না।'
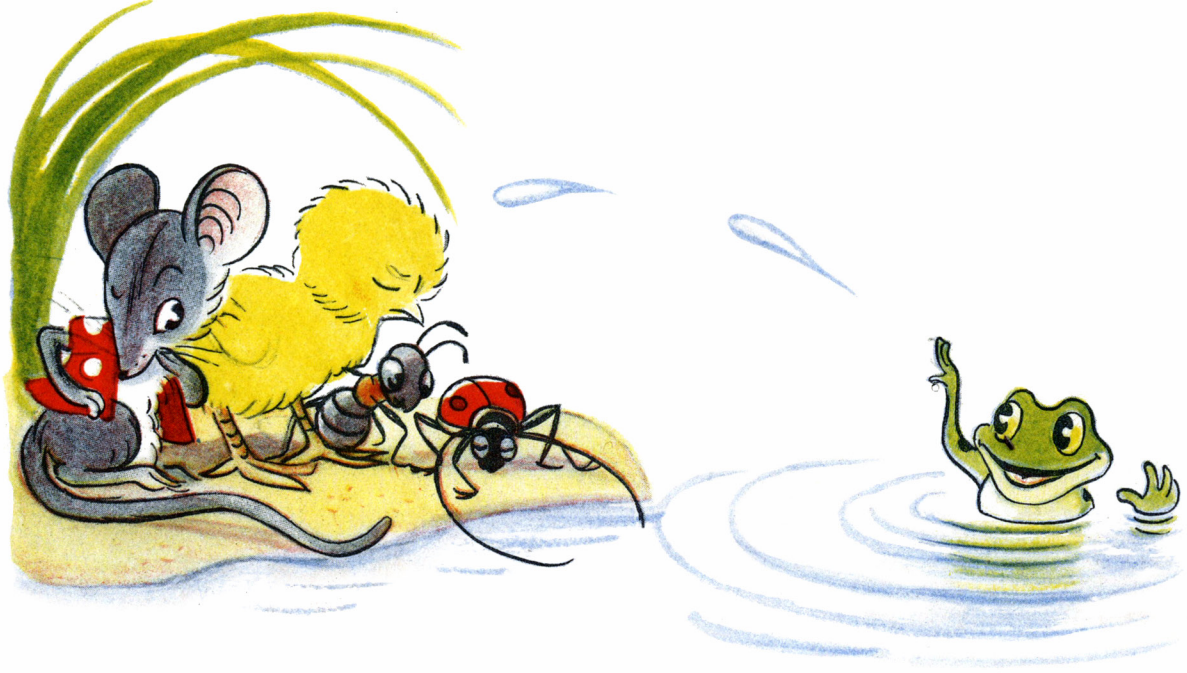
‘গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ!’ করে হাসতে লাগলো ব্যাঙটা। ‘কী-ই বা তাহলে তোমরা পারো?’

আর হাসতে-হাসতে তার দম প্রায় এলো বন্ধ হয়ে।
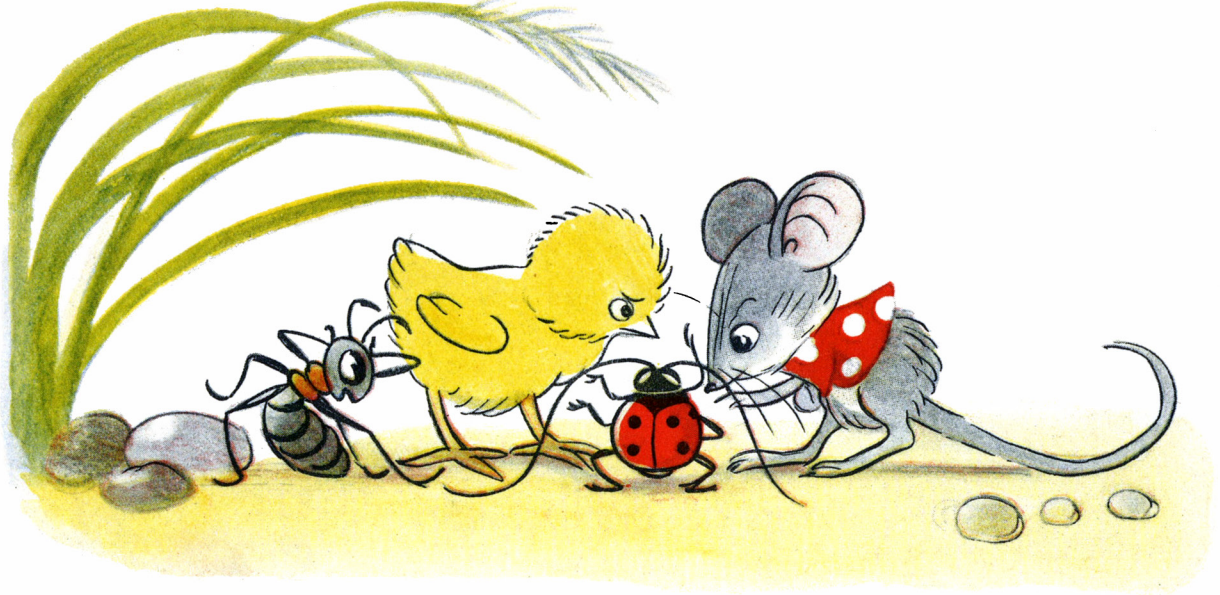
মুরগীছানা, ইঁদুর, পিঁপড়ে আর গুবরে পোকাটা চটে উঠলো। তারা ভাবতে লাগলো কী তারা করতে পারে। তারা ভাবতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো, আর এই তারা করলো।
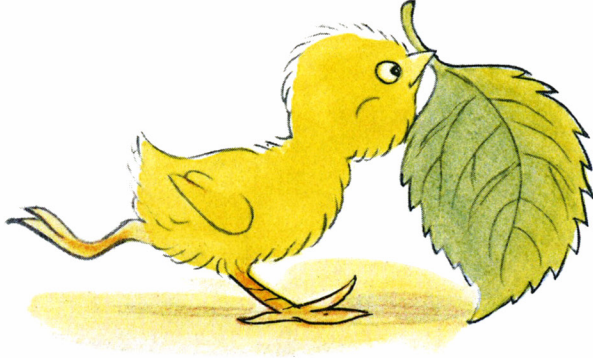
মুরগীছানাটা গিয়ে চটপট নিয়ে এলো একটা পাতা।
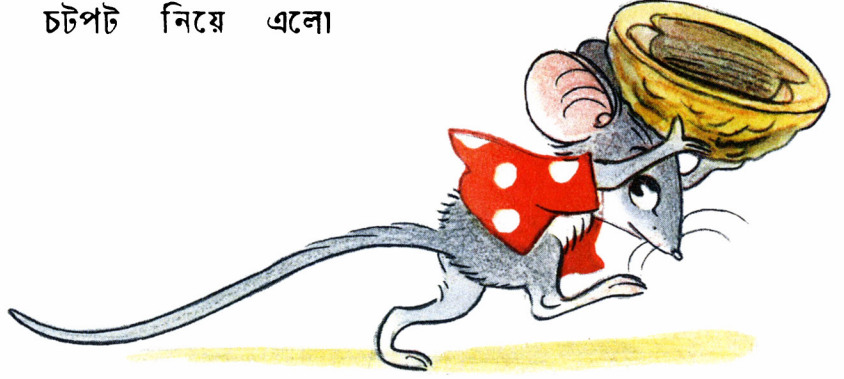
ইঁদুরটা আনলো আখরোটের আধখানা খোলা।
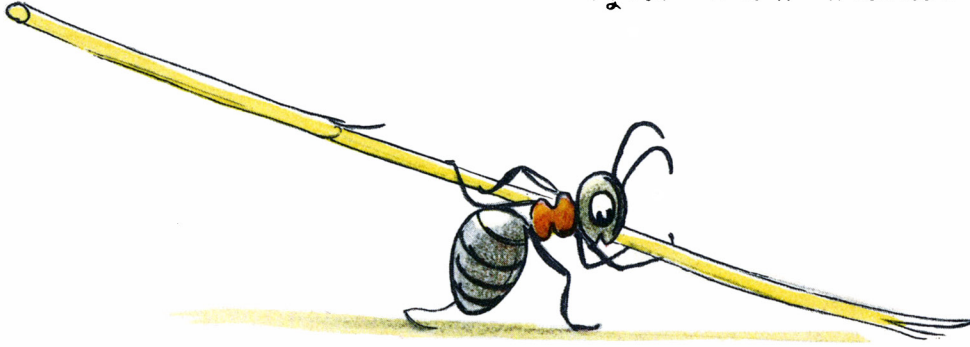
পিঁপড়েটা আনলো একটা খড়।
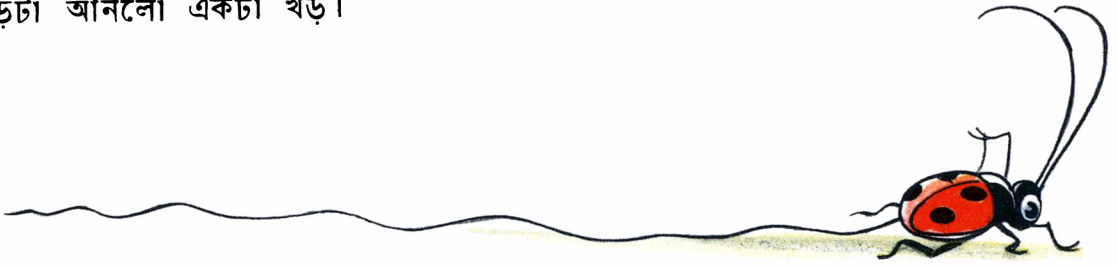
আর গুবরে পোকাটা আনলো লম্বা একটা সূতো।

তারপর সবাই লাগলো কাজে। খড়টাকে তারা আখরোট খোলার তলায় আট্‌কালো, আর সূতো দিয়ে পাতাটাকে বাঁধলো তার সঙ্গে, আর একমিনিটের মধ্যেই তারা এমন সুন্দর পাল তোলা নৌকা বানালো যা তুমি কক্‌খোনো দেখোনি।

সেটাকে জলে তারা ভাসালো, চাপলো সেটার ওপর, আর চললো তারা ভেসে।

জল থেকে মাথা তুলে ব্যাঙটা হাসতে গেলো, নৌকাটা কিন্তু তখন অনেক-অনেক দূরে ভেসে গেছে। এতোদূরে ভেসে গেছে যে তার নাগাল পাওয়া ব্যাঙের পক্ষে অসম্ভব!

এ ধরনের জাহাজ তোমরাও বানাতে পারো কাঠ, গাছের ছাল কিম্বা ছিপি দিয়ে। নৌকো বানানো যায় কাগজ কিম্বা মটরশুঁটির খোলা দিয়ে।

চেষ্টা কর, এই রোকমের জাহাজ বানাতে, বোধ হয় তারা ভালোভাবে ভেসে যাবে।

В. СУТЕЕВ РАЗНЫЕ КОЛЕСА

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

ছোট শিশুদের জন্য

ছবি এঁকেছেন ভ: সুতেয়েভ

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায়